



## সোজা সাপ্তা কড়া বার্তা

পাকিস্তানকে নিয়ে যাদের চিন্তার শেষ নেই তারা নিশ্চয় এবার বাংলাদেশের দিকে তাকাবেন। বাংলাদেশে আজ যা হচ্ছে তাতে নিশ্চিতভাবে এরাজের এবং এদেশের হিন্দুদের পাশে থাকার বার্তা দিতে পারছি। পশ্চিমবাংলা, অসম এবং প্রিপুরার লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নাড়ির টান রয়েছে বাংলাদেশে। এই তিনি রাজ্যের মানুষের আশ্রায়স্বজনণ হয়তো আজ আক্রান্ত। এদেশে যারা হিন্দুবাদের কথা বলেন, তারা নিশ্চয় বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ভাববেন। মনে রাখতে হবে দেশ ভিত্তি হলেও দুই দেশের হিন্দুদের মনের মিল কিন্তু এক। প্রতিবাদ হউক সর্বোচ্চ স্তরে। একটা দেশের মানুষের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব ওই দেশের প্রশাসনের। তবে এদেশের সরকারে যারা আছেন তাদেরও দায়িত্ব প্রতিবেশী দেশের হিন্দুদের জন্য চিন্তাবন্ধন করা। এদেশের শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী দেশ শাস্ত না থাকলে, ওদেশে হিন্দুর আক্রান্ত হলে এদেশে অনুপ্রবেশ বাঢ়বে। হিন্দুর আজ যে আক্রান্ত এবং তাতে এরাজ্য, এদেশে যে চিন্তিত তার জন্য প্রতিবাদ প্রয়োজন। বাংলাদেশের উপর চাপ বাঢ়তে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের কোন ঘটনা এদেশের বিশেষ করে প্রিপুরা, অসম এবং পশ্চিমবাংলায় প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ বন্ধ শুধু নয়, এই ধরনের কাজে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। মনে রাখতে হবে, এরাজ্য বা এদেশে হিন্দুবাদের তাস খেলে শুধু ভোটে জিতলে হবে না, আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে থাকার কড়া বার্তা দিতে হবে প্রতিবেশী দেশকেই।



সামনে ধনদেবী লক্ষ্মী পুজো। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভাবাবেই বন্দে আছেন মৃতি বিক্রেতারা।

### মদের ঢালাও ব্যবস্থাপনা

• তিনের পাতার পর তালো বলেই বর্তমান সরকারের আমলে নতুন করে বলা তালো ঢালাও হারে বিলিত মদের কাটনির দেওয়া হয়েছে যাতে করে যুক্তবিক, সরকারি গাইত্যালুন কৈ আকেন্তু দলগুলোকে মানতে হবে? নাকি, লিখিতভাবে এক প্রকারের গাইত্যালুন থাকবে আর বাস্তবে ঠিক উটেটোই চলবে? সরকারিবিকারে এমনভাবে অনুমতি নাই থাকে, তাহলে কিভাবে একেবারে থালায় এই বিষয়টি নিয়ে চুক্তি সভাপতি প্রতিবেদনে এই হায়দরাবাদের ব্যবহৃত সংহারণ ঘটনা বলে দাবি করা হলো এটি আসলে হায়দরাবাদের কিনা সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

### প্রশাসনের দ্বিচারিতা

• তিনের পাতার পর বেশ কয়েকটি করে অনুষ্ঠান করে দেওয়া হয়েছে। এবং সুবা রসিদেরকে কষ্ট করে মদের বোতামের জন্য আর দুরদুরাণ্টে যেতে না হয়। আরও সহজ করে দিয়ে এবার পুজোয়া সরকারি নির্দেশের বাইরেই পুলিশ অতিরিক্ত উৎসোগ নিয়ে উৎসবেই কাউটার খোলা রাখা ব্যবহৃত রেখেছে। এমনকী রাস্তায় পাঁচিয়ে থাওয়ারও ব্যবহৃত করেছে। একটি জনকল্পণাকী সরকারের পুলিশ এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারে!

• আকেন্তু পাতার পর পাওয়া গেছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত সাড়ে ১ টা পর্যন্ত থেমে থেমে এই সংর্থনে ফেরী মডেল থানার ওপি নিজাম উদ্দিন সহ ৪০ জন আহত হয়েছেন, তাদের বেশ ক্ষয়ক্ষরণের ক্ষেত্রে আক্রমণ কর্তৃত হয়েছে কেবল জেনারেল হাসপাতালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আশ্রামের জেলা থেকে বাড়তি পুলিশ আনা হয়েছে, ভূমি অফিসে মোতাবেন করা হয়েছে বিজিবি। পুলিশ ও প্রত্যক্ষকর্মীরা জানান, শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ফেরী শহরের দাঙা-চট্টগ্রাম পুরাতন টাঁকে প্রোড এলাকায় জয়কালী মিলিনের সামনে কেন্দ্রীয় পুজু উদয়াল টাঁকে প্রোড এলাকায় পুরাতন ঘটনা থেকেই সংযোগে স্তুপাদ ও ওই সময় পুলিশ মারামাতির অবস্থান নিয়ে হায়দারাবাদের সরিয়ে দিতে গেলে এক দফা সংর্থন বাঁচে। এরপর শহরের বড় বাজার, বড় মসজিদ, সেন্টারল হাইক্সুল, তাকিয়া রোড ও কঠিচাঁকাজার এলাকায় সংর্থন ছিড়িয়ে পড়ে। ফেরীতে পুলিশ সুপার খেন্দকার নূরবাহী বালকেন পুলিশ টিয়ার শেল শুভে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। শহর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পদকার পারেজেন্জুল ইসলাম হাজারী বালকেন, সংস্থার চলাকালে ফেরীর বড় বাজারের দ্বারে প্রায় ১০টি দোকানে ভাঙ্গে এবং ৮ মেটে কে ১০টির ক্ষেপ ও আসবাবপত্র লুট করা হয়েছে। রাতে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরো শহরে থমথমে পরিস্থিতি বিজিবি করেছে। এশার নামাজের পর জেলা ভুলি অফিসের নিবারণ করিশেন সহিন্দুরী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) এবং আবুদুলাহ আল মাঝুম তুঁয়ীয়া। পিলু, বীকু ও স্পিটান এক্য পরিবারের নেতা শুকে নেন নাথ ত পান বালেন, ‘ফেরী সদৰের তাকিয়া রোডের ভেতরের বাজার এবং ইসলামপুর রোডে হিন্দুদের মালিকানারীন ৩০-৩৫টি দোকানে ভাঙ্গে এবং আঙুল দেওয়া। জগন্মারাবাড়ি মন্দির, গাজীগঞ্জ আশ্রম এবং ফেরীবাজার কালীবাড়ি মন্দিরেও হামলা হয়েছে।

• আকেন্তু পাতার পর বেশ কয়েকটি করে অনুষ্ঠান করে দেওয়াছেন। প্রশ্ন ওই স্থানিক, সরকারি গাইত্যালুন কৈ আকেন্তু দলগুলোকে মানতে হবে? নাকি, লিখিতভাবে এক প্রকারের গাইত্যালুন থাকবে আর বাস্তবে ঠিক উটেটোই চলবে? সরকারিবিকারে এমনভাবে অনুমতি নাই থাকে, তাহলে কিভাবে একেবারে থালায় এই বিষয়টি নিয়ে চুক্তি সভাপতি প্রতিবেদনে এই হায়দরাবাদের ব্যবহৃত সংহারণ ঘটনা বলে দাবি করতে পারে? এটি আসলে হায়দরাবাদের গাইত্যালুন? এই চিনাতা?

### কোমর-পিঠে ব্যথা?

• আকেন্তু পাতার পর এবার শিরীরাঁড়া সোজা রেখেই সামনের দিকে ঝুঁকুন। এরপর হাত সোজা করে দেওয়া হয়েছে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনের দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

হাতের ধীরে স্থানিক শাস্তি নিন। ২০ সেকেন্ড ধীরে থাকার পর ফের শিরীরাঁড়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

৮. সিটেড প্রোটোর পেজো

পছু: চেয়ারের বাসেই এটা করতে হবে। তবে চাকা দেওয়া চেয়ার নয়।

চেয়ারের বাসেই এটা করতে হবে। তবে চাকা দেওয়া চেয়ার নয়।

বাম পা মেঝের শক্ত রেখে জান পা ক্রস করুন। তান পায়ের গোড়ালি বাম থাইয়ে রাখুন। এবার বুক ভরে শাস্তি নিন এবং প্রশংসন প্রাপ্ত পার্ট করুন।

৯. উপকারিতা: হাঁটুর ব্যাথার আরাম পাবেন।

১০. ওয়াইড লেগগড ফ্রেন্ডের পেজো

পছু: দুই পা যতো স্বত্ব দুই দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ান। হিপে হাত রাখুন। এরপর হাত থেকে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

১১. কোমর-পিঠে ব্যথা?

• আকেন্তু পাতার পর এবার শিরীরাঁড়া সোজা রেখেই সামনের দিকে ঝুঁকুন। কনুই সোজা রাখুন।

১২. প্রেটো প্রোটোর পেজো

পছু: চেয়ারের বাসেই এটা করতে হবে। তবে চাকা দেওয়া চেয়ার নয়।

চেয়ারের বাসেই এটা করতে হবে। তবে চাকা দেওয়া চেয়ার নয়।

বাম পা মেঝের শক্ত রেখে জান পা ক্রস করুন। তান পায়ের গোড়ালি বাম থাইয়ে রাখুন। এবার বুক ভরে শাস্তি নিন এবং প্রশংসন প্রাপ্ত পার্ট করুন।

১৩. প্রেটো প্রেটোর পেজো

পছু: দুই পা যতো স্বত্ব দুই দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ান। হিপে হাত রাখুন। এরপর হাত থেকে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

১৪. প্রেটো প্রেটোর পেজো

পছু: দুই পা যতো স্বত্ব দুই দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ান। হিপে হাত রাখুন। এরপর হাত থেকে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

১৫. প্রেটো প্রেটোর পেজো

পছু: দুই পা যতো স্বত্ব দুই দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ান। হিপে হাত রাখুন। এরপর হাত থেকে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

১৬. প্রেটো প্রেটোর পেজো

পছু: দুই পা যতো স্বত্ব দুই দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ান। হিপে হাত রাখুন। এরপর হাত থেকে পুজোয়া সোজা রেখেই চেয়ারের পেছনে দিকটা ধর্মন। কনুই সোজা রাখুন।

১৭. প্রেটো











ରାଜେର ରାଜ୍ୟ ଓ ବନମୂଳୀ ଏଣସି ଦେବରମ୍ଭା ଭାତି ଆହେନ ଏକଟି ବେସରକାରୀ ହସମପାତାଳେ । ବିବିରାତା ଭାବରେ ଥାଏ ହସମପାତାଳେ ଛାଟୁ ଥାଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୟୋ ପ୍ରତିମା ଭୋମିକ, ତଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୟୋ ସ୍ମାରକ ଚୌଥୀ ଶିଖିରେ, ତଥା ମଧ୍ୟର ଚୟାରାମାନ ପ୍ରାଦୋତ କିଶୋର ଦେବରମ୍ଭା-ସଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟାଙ୍ଗ । ତାର ପ୍ରତୋକେଇ ମୟୋ ଏଣସି ଦେବରମ୍ଭା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ହସମପାତାଳେ ଏବଂ ତାର ଫ୍ରେଟ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରେନ । ଶିଖିରକାରୀ ଜାନିଯେହେ, ଥିଏ ଥିଏ ମୁସ୍ତ ହେଁ ଉଠିବେଳ ତିନି । ପ୍ରୀତି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଲରେ ନେତାର ଅଭ୍ୟହତାର ଖରେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରେହେଲା

# পীযুষের বক্তব্যে ব্যথিত নন বীরজিৎ, নজর শুধু সংগঠনে

থতিবাদী কলম থতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ১।  
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ  
সিনহাকে অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত  
বলে তারিভের বাকবাণে আজ্ঞমণ  
করছিলেন বিদ্যালয় পিসিসি  
সভাপতি শৈয়ুম কাস্তি বিখ্যাত। শুধু  
তাই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে  
নানাহ অভিযোগ তুলে বীরজিৎ

A black and white photograph showing three men seated at a table with microphones in front of them. The man in the center is wearing glasses and a light-colored shirt, flanked by two other men. A banner with the text 'ADESH CONGRESS COMM' is visible in the background.

এমন সময় কিছু লোক এসে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের সমাজচন্তা করে প্রতিদৰ্শী একাখণ। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে সমাজচন্তার কথা ঘৰন বলেছিল তার অনুগ্রহীয়া, তখন বিদ্যাসাগর প্রত্যুভবে নাকি বিদ্যাসাগরের মাঝে থাকা তাঁর সমাজচন্তা করেছিলেন যারা তাঁর বিদ্যাসাগরের সমাজচন্তা করেছিল তিনি তাদের উপকার করেছিলেন। উপকার করলেই গবিনোভার করে, সমাজচন্তা করে এই ব্যক্তিগত বলশেষ নির্বাচিত হন নির্বাচিত। তিনি তার প্রতিক্রিয়া আরও বলেছেন, নৈমিত্য কাস্তি বিশ্বাসক উপকার করেছেন বলেই এখন গবিনোভার করেছে, সমাজচন্তা করার হচ্ছে।

# পুজোয় নেশা বিরোধী অভিযান

উদিঘ্ন প্রধানমন্ত্রী  
ফোন মুখ্যমন্ত্রী  
বিজয়নকে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর। ১। বন্যা  
বিধ্বস্ত করলে মৃতের সংখ্যা  
ডেড ডাঙ্গো ২২। এখনও  
নির্ধোষ বহ। উকুরের কাজে  
মেমেছে জাতীয় বিপর্যয়ে  
মোকাবিলা বাহিনী এবং সেনাও।  
বিবিবার বিকেলে কেরলের  
মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে  
কোন করে পথে পরিষ্কৃতির খৌজ  
নিমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।  
পরে টুইট করে সেই  
ফোনালাপের কথা নিজেই  
জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি  
খেলেন, “কেরলের মুখ্যমন্ত্রী  
পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা হল  
প্রবল ঘটি ও ধূমে বিধ্বস্ত রাজোর  
পরিষ্কৃতি নিয়ে। বন্যা কবলিত ও  
আহতদের সাহার্যার্থে কাজ শুরু  
করেছে প্রশাসন। আমি সকলের  
নিরাপত্তার প্রাথমিক করিছি।” সেই  
সময়েই সংজ্ঞান আরও একটি  
টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী। স্থানে  
মৃতদের পরিবারকে সাস্ত্রমা  
জানান। তাঁর পাশে মোদি  
লিখেছেন, “কেরলে ধূম ও প্রবল  
ব্রহ্মণির প্রক্ষেপে কাম মানুষ প্রাণ  
হারিয়েছেন। এটা অত্যাস্ত দং  
ব্যজনক। হতভাগ্য পরিবারগুলিকে  
সমবর্ধনে জানাই।” দক্ষিণে এই  
রাজ্যের দেশের বন্যা পরিষ্কৃতি  
তৈরি হয়েছে। আরব সাগরের  
দক্ষিণ-পূর্বে কেরল উপকূলে  
অবস্থান করেছে একটি নিম্নচাপ।  
আর তার জেবেই চলছে  
বৃষ্টিপাত। বরিবার পর্যবেক্ষণ অতি  
ভারি স্বীকৃত পুর্বাভাস আছে। এদিন  
সোমবার মেঝে জানিবেছে, নিম্নচাপের তীব্রতা কমেছে।  
সোমবার মেঝে বৃষ্টি করবে।  
আগাম তার্ফ পাঁচটি জেলায় লাল  
সতর্কতা করা হচ্ছে ও দুটি  
জেলায় হলুড সতর্কতা জারি  
রয়েছে। আরও সাতটি জেলায়  
জরি করা হয়েছে কলমা সতর্কতা।

সিঞ্চু সীমাট্টে খুনের নিন্দা  
প্রেস বিল্ডিং, আগরতলা, ১৭ নি কঢ়কদের আন্দোলন। এরপর জানান এই ঘটনার সাথে কঢ়

আঙ্গোর || সিঞ্চু সীমান্তে গত  
সপ্তাহে মাস ধরে সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা  
অভিন কৃতি আইন বাস্তিলের দাবিতে  
বাস্তিলেন করে যাচ্ছে। এই  
আপোলেনেকে বাস্তিল করতে  
বিভিন্ন অনেকটি পথ ধরার চেষ্টা  
করে চলছে কেন্দ্রীয় সরকার।  
এগোরো বার সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা  
সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করার  
সময়ে পর্যবেক্ষণ করার উপস্থিতিতে  
যৃতদেহের হাত পা করা  
সরকারের সাথে বৈঠক করার হয়েছে  
সরকারের অনমনীয় মনোভাবের  
প্রচার মাধ্যমেকে ব্যবহার করা হয়।  
সর্বশেষ যে ঘটনাটি ১৫ অক্টোবর  
ঘটেছে সিঞ্চু সীমান্তে স্টোর হচ্ছে  
বাস্তিল কাল ১৫ অক্টোবর শেষ  
বাস্তিলেনের স্বত্ত্বে কে বা কোনো এক  
বাস্তিলে খুন করে সিঞ্চু সীমান্তে  
কৃতকরের আপোলেন হলের কাছে  
পুলিশের ব্যাকিরেখা রেলিয়ার রাখে।  
যৃতদেহের হাত পা করা  
সরকারের সাথে বৈঠক করার হয়েছে  
সরকারের অনমনীয় মনোভাবের  
প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়।  
আপোলেনকারীদের  
আপোলেনের কেনো স্পষ্ট নেই  
দায়েজাল জানান করত বাস্তিল  
নাম লক্ষ্যের সিং। তিনি পাখার  
থেকে এসেছেন। তার বিশেষ  
শিখদের ধর্মগ্রন্থ “সৰ্বলোহ”কে  
অপমান করার অভিযোগ এনে  
তাকে হত্যা করার কথা ঝীকার  
করেছে নিহার গোঠী। এই নিহার  
গোঠীর সাথে সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার  
কেনও যোগাযোগ নেই এবং  
খুবের সঙ্গেও কিয়ান মোর্চার



କାର୍ତ୍ତିକ ହାତ

নাম ঢেক্সা অব্যহত রয়েছে। প্রথম  
দিন থেকেই সংযুক্ত বিষয় মোর্চা  
স্পষ্ট ভাবেই বলে এসেছে যে  
বাবুর এই গণগতিকে  
আন্দোলনকে নানা কৌশলে  
ব্যবস্থাপন করার ঢেক্সা  
মনে রয়েছে। আন্দোলন স্থলের  
অভিযন্তে পেরেকে পৃতে, প্রাচীর  
তুলে, মিথ্যা মামলায় ফ্রেফতার  
করে আন্দোলনকে বাঁচাল করার  
ঢেক্সা করে ব্যর্থ হবার পর  
আন্দোলনের খালিসত্ত্বিন্দুরে  
আন্দোলন বলে অপচারে  
জালানো হয়। সেটাও কখনও পারে  
কিন্তু শুধু গোরামের আগেই এক  
শ্রেণীর প্রয়োগে ক্রক্ষ করে  
আন্দোলনকে অভিযন্তে করে প্রায়  
হ্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে  
শুরু করে। সংযুক্ত বিষয় মোর্চা  
এক সভায় বকর পরে বিষয়  
মোর্চার নেতৃ জগজিৎ সিং  
দালেওয়ালা সাংবাদিকের বকলে  
এটি একটি জিধনা হ্যাকাশ এবং  
ক্রক্ষ আন্দোলনেকে ক্ষতিত করার  
জন্ম এই কাজ কেউ করারে। তিনি  
বকলেন হতার পর সীকার করে  
নিখার গোচী। সংযুক্ত বিষয় মোর্চার  
নেতৃ দালেওয়াল স্পষ্ট করেই

# সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর সিপিএম নেতৃত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।  
এখনো মনেন চেতনায় সিলিএম  
নেতৃদের কাছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা  
লাভ করি জারি আছে। বাম রাজনৈতিক  
প্রেক্ষা পটে সমাজতন্ত্রিক  
দেশগুলোর কথা এখনও বরে  
ব্রহ্মপুর প্রকাশ প্রেস

ପ୍ରତିବାଦୀ କଳମ ପ୍ରତିନିଧି,  
ଆଗଗରଲା, ୧୭ ଅଷ୍ଟୋବର ।।  
ନେମା ବିଦେଶୀ ଅଭିଯାନ ଅବସାହ ।  
ଦୂରେଦୂରୁଜ୍ଜାର ଚାରିନାମ ବ୍ୟାକ ମଦ  
ବିଦେଶୀ ଅଭିଯାନ କରିଲେ  
ଆତମି ଥାରାନ ପରିବିର ।  
ଠାକୁରସ ଥେବେ ଶୁରୁ କରେ  
ରାଜାଧର — କୋଥାଏ ବାଦ ଯାହାନି  
ଅଭିଯାନ । ଏମନଙ୍କି ପାନେର  
ଡେକାନ ଖେତେ ବୈଆଇନି ମଦ  
ଦେଖିଲା ହେବେ । ପୁଜେର  
ମେବେ ବୈଆଇନି ମଦର ଠେକେ  
ବିରଙ୍ଗେ ଅଭିଯାନ କରେ ସଫଲତା

সমাজতন্ত্র কেওয়াড়ি, কিভাবে  
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সমর্পণ তা নিম্নে  
জোরে আলোচনা চলে। বছরের দিনে এই  
নির্দিষ্ট কর্কমেট নিম্নে দিনে এই  
সমাজতন্ত্র নিয়ে যাখোল চৰ্চা হয়  
সিপিএম নেতৃত্বে তাতে চৰ্চা।  
করেন। তার মধ্যে ১৭ অঙ্গীকৃত  
একটি অন্যতম দিন। ১৯২৫  
সালের ১৭ অঙ্গীকৃত তদনিষ্ঠা

অন্যানা কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচির পথেকাপটে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজা সম্পদাক জিতেন চৌধুরী-সহ অন্যান্যার। জিতেন চৌধুরী বলেন, আজ থেকে ১০৫ বছর আগে পরামর্শদাতারে পুরুষদের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ভারতীয় বিপ্লবী এই দেশের স্বাধীনতার দিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে গেরোবোজল ভূমিকায় কমিউনিন্টি পার্টির ভূমিকার কথা তালু ধরেছেন জিতেন চৌধুরী। তার পাখাপাণি স্বাধীনতা আন্দোলনে কোণাও ভূমিকা ছিল না, বিজেপি, আরএসএপ্রি। এই মন্ত্রোচক করে জিতেন চৌধুরী আরও বলেন,

প্রতিপালন করা হয়েছে। পশ্চিম ভুবনেশ্বর, নূতনকল্পনা পার্শ্ব অফিস, জিবি বাজার, ইন্সনগর লাঙ্গু টোমুহানি, বাধানগর পেটে, লেক টেম্পুহনি, আখড়ারাড়া রোড ফলোর প্রতিপালন করা হয়েছে। খুলোর অস্ত্রীয়া ভারতের কমিউনিনিট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

বৃক্ষ রাজ্যে ঝুনু দাস ভূম কর্ণ বিহু বীৰ চৰ্জ দেবৰাম সৃষ্টি ভৱনের নেতৃত্বে সিপিআইএর প্রতিষ্ঠা

১৯৬৪ সালে সিপিআইএম'র যাত্রা শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ে সিপিএম চেতনার দিক থেকে এখনও ১৭ অস্ত্রীয়া ভারতের কমিউনিনিট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

বৃক্ষ রাজ্যে ঝুনু দাস ভূম কর্ণ বিহু বীৰ চৰ্জ দেবৰাম সৃষ্টি ভৱনের নেতৃত্বে সিপিআইএর প্রতিষ্ঠা

শুরু। ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নাম্বরের পর্যন্ত কর্মসূচী ভারতের কমিউনিনিট পার্টির যে প্রতিষ্ঠান হয়েছিল তা বৈকল্পিক থেকেই সিপিআইএর আলাদাভাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্রান্তরে পথের প্রতিষ্ঠান থেকেই সিপিআই থেকে হালে সিপিআইএম। কিন্তু ভারতের

সম্পর্কে। পুজোর মৌখিক ইংরাজীয়ানুয়া স্বৰূপ কলেনিমেটে ইংরাজীয়ানুয়া দাসের বাড়িতে অভিযান করে প্রাচুর মদ উৎকাহ করা হয়েছে। কাঙ্গনমালা বাজারেও অভিযানে প্রাচুর বিলিতি মদ উৎকাহ করা হচ্ছে। গোপাল দিতুষ্ণী নামে এক বৰানগারীক প্রেক্ষকৰার করা হয়। এই বাজারে রেনু দাসের দোকানে অভিযান করে ২০৫ বোর্টল বিৱৰিতি মদ উৎকাহ হয়। পুজোর দিনবৰ্ষালোকে দোকানে আবেশিনি নেশার খুরিকে অভিযানে খুশি এলাকাবৰ্ষী।

গোপনীয়ত  
উজ্জেবকিতান সাধারণত প্রস্তুত  
রাজধানী তামসথে হৃষে দ্বারা  
সদাসেৱ উপগতিতে ভাৰতেৱ  
কমিউনিস্ট পার্টিৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। এই  
ভাৰতেৱ কমিউনিস্ট পার্টিৰ  
১০২তম প্ৰতিষ্ঠা দিবস আৰু  
আগ্ৰহী শ্ৰমিক মাজা দফতৰৰ  
পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জেলা কাৰ্যালয়ৰ  
বিভিন্ন জাগৱালা পালন কৰা হৈছেৱ  
এদিনেৰ এই কমসুচিতে ও  
সমাজতন্ত্ৰেৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিবৰ দেখুৱ  
তুলো ধৰেছেন দেৱ। সিপিএল  
জাগীৰ পৰামৰ্শ পত্ৰিকাৰ উৎকৌশল-স

সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। বিদেশীদের মাটিটে থেকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীর সময়ের সময়ে করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করেছেন। তার বই উদ্দেশ্যের আছে। ওই সময় তাসখনে ভারতের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠাতা হয়। ৭ জনের উপস্থিতিতে এই কমিউনিস্ট পার্টি গঠে উঠেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীন আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা

ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার ছেন শুভদৰ্শন গান্ধী, শ্যামল দে, কৃষ্ণ প্রকাশ, রামপা চৌধুরী, বালক মুখ্যাজী, ডেজুওয়া সিনহা, বিদ্যুমোহন রঞ্জনগাল, বিটন দাস, ভরেশ দেবৰ্কা, প্রকংজ জসৱার, সঞ্জয় দাস, গোত্তম চক্ৰবৰ্তী, প্রমেনজিৎ সিনহা, শুভলত দেব প্রমুখ। আগস্টলা-সেপ্টেম্বৰ রাজাই সমাজতন্ত্রের রোঁজে ভারতের কমিউনিন্টি পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হ'ল। যদিও মাত্রান্বিত বিবেক প্রেতে যোগাযোগ ভারতের কমিউনিন্টি পার্টি থেকে কামান্ডলপথ পার্টির প্রাঞ্চী দ্বৰকণ পালন করে ২৫ ডিসেম্বৰ কামান্ডলপথ পার্টির প্রাঞ্চী নেতৃত্বে সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ ডিসেম্বৰ পালন করার পছন্দে ভারতীয় ভাবনাকেই ভুলে ধৰতে চায়। সিপিআই নেতৃত্বে এই ক্ষেত্ৰে বলে থাকে কৃৱি ১৯২৫ সালেরের ২৬ ডিসেম্বৰ ভারতের কমিউনিন্টি পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই ২৬ ডিসেম্বৰকে তারা তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। কিন্তু সিপিআই এখনও তাসদৰের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই নিজ পালন মনে করে। তবে সিপিআই থেকে সিপিএডব্লিউ যাত্রা করার পথে আগুন পুঁটো দল আবার মিশে যেতে পারে। কিন্তু এর বাস্তু কোথায়? তবে সিপিআই-এর ১৭ তত্ত্বকারী ১৯২৫ সালকে ভিত্তি বৰুৰ ধৰেই অগ্রিমে তচ্ছে। আর সিপিআই ২৬ ডিসেম্বৰের ১৯২৫ সালকে ভিত্তি বৰুৰ ধৰে তাদের নিজ পালন করে আসছে। সিপিআই থেকে সিপিএডব্লিউ যাত্রা আজ্ঞে বাস্তবে পালন করে আসছে।





